আজকের কাগজ
তারিখ 06 JAN 1996
পৃঃ ৬ কলাম ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে ইউনেস্কো ক্লাবের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

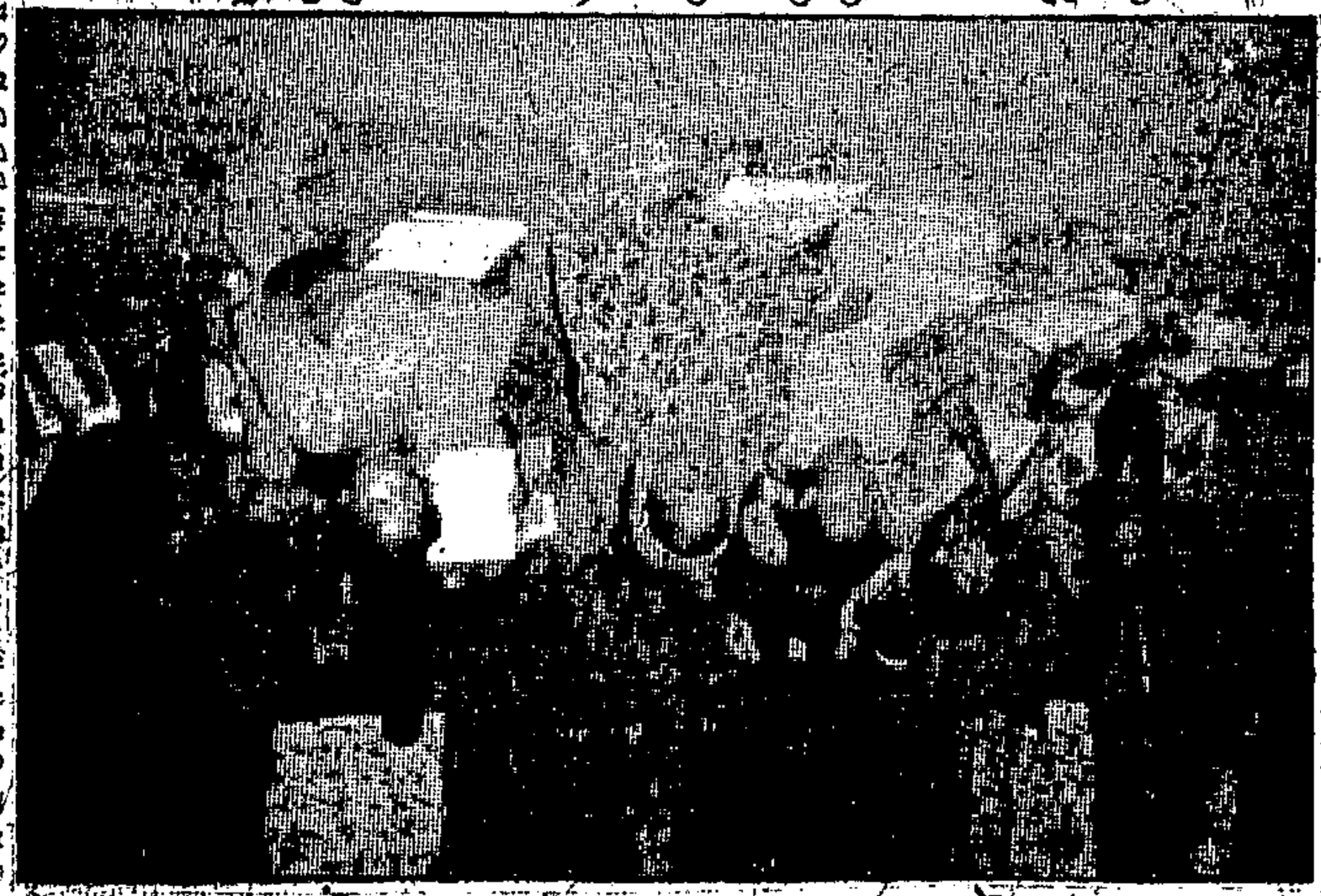

আশিকুল ইসলাম ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনেস্কো ক্লাব অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে কয়েকজন উদ্যমী তরুণ শিক্ষা সেবার ব্রত নিয়ে ইউনেস্কো ক্লাব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া গঠন করেছিলো। সেই থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সংগঠনটি এগিয়ে চলছে। তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অন্যতম। নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনেস্কো ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। এ বছর এ কার্যক্রমকে ব্যাপক আকারে গ্রহণ করে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন অব ইউনেস্কো ক্লাব এসোসিয়েশন ইন জাপান। প্রকল্পগত অন্যান্য সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ ইউনেস্কো ক্লাব এসোসিয়েশন। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ২৪টি গণশিক্ষা সেন্টার রয়েছে। এর মধ্যে সদর থানায় ১১টি ও কসবা থানায় ১৩টি। প্রতিটি সেন্টার পরিচালনার জন্যে ১ জন করে শিক্ষক রয়েছে। যাদের মাসিক ৪শ' টাকা সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি সেন্টারে ৩০ জন করে ৭২০ জন শিক্ষার্থীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্যে অক্ষর দান শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থিদের বিনামূল্যে খাতা, বই, কলমসহ শিক্ষা উপকরণ ইউনেস্কো ক্লাবের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনেস্কো ক্লাব পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থিদের একাংশ।

এসব সেন্টারে সকাল ও সান্ধ্যকালীন শিক্ষা প্রদান করা হয়। এতে বয়স্ক শিক্ষার্থিদের সংখ্যাই বেশি। বয়স্ক শিক্ষার্থিরা তাদের দিনের কার্যক্রম শুরু বা শেষের একু থেকে, দু'ঘন্টা সময় ব্যয় করে তাদের অক্ষর জ্ঞান লাভের কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনেস্কো ক্লাবের সভাপতি তরিকুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক সোহরাবুল ইসলাম বাদু ও অর্থ সম্পাদক ওয়াহেদুর রহমান রানা। গণশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। তা ছাড়া জেলা ভিত্তিক বার্ষিক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতা, জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচি, মাদক বিরোধী দিবস, সাক্ষরতা দিবস, বৃক্ষরোপণ অভিযান, পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রমে ব্যাপক অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সামান্যতম সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনেস্কো ক্লাব নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে এর বাস্তব প্রমাণ হিসেবে ভোটার তালিকা তৈরির সময় এ সেন্টারগুলোর শিক্ষার্থিরা তাদের নাম টিপ সইয়ের পরবর্তী স্বাক্ষর দিতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আরো বেশি সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।